সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবিয়া আত্তারীয়ার
সপ্তম পীর ও মুর্শিদের জীবনী

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৮৩
WEEKLY BOOKLET: 283

ফয়যানে
ইমাম মূসা কাযেম رحمۃ اللہ علیہ

- সফল যুবক ০১
- যেমন উপাধি তেমন চরিত্র ০৯
- দোয়া কবুল হওয়ার পরীক্ষিত স্থান ১৬
- সম্মানীত পিতার উপদেশ ২০

ইমাম মূসা কাযেম رحمۃ اللہ علیہ
এর মাযার মোবারক

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ؕ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

ফয়যানে ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ “**ফয়যানে ইমাম মূসা কাযেম** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ” পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার প্রিয় সর্বশেষ নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)’র আওলাদ ও সাহাবীগণের সত্যিকারের ভালোবাসা ও বিনা হিসাবে ক্ষমা দ্বারা ধন্য করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রতিটি কাজের পূর্বে দরূদ শরীফ

শায়খ ইফসুফ বিন ওমর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওলামায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم এই বিষয়ে একমত যে, যখন কোন ব্যক্তি কিতাব লিখে তখন আল্লাহ পাকের নাম অর্থাৎ بِسْمِ اللهِ শরীফের পর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর যেন দরূদ শরীফ লিখে। কোটি কোটি শাফেয়ীদের ইমাম, হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এটি পছন্দ করি যে, মানুষ তার প্রতিটি কাজের শুরুতে আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা অর্থাৎ প্রশংসা ও গুণকীর্তন) করবে এবং তাঁর প্রিয় আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদে পাক পাঠ করবে। (মাত্বা-লিয়ুস মুসাররাত, ৭. ১১ পৃষ্ঠা)

নবী কা নাম হে হার জা খোদা কে নাম কে বা’দ
কহি দরূদ সে পেহলে কহি সালাম কে বা’দ

(ফারশ পে আরশ, ৬২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সফল যুবক

হযরত শকীক বলখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি হজ্বের জন্য রওনা হলাম তখন আমাদের কাফেলা (মকামে কাদসিয়া” তে এসে থামলো। ঐখানে আরও অনেক হজ্ব যাত্রী ছিলো, খুব সুন্দর দৃশ্য ছিলো, আমি তাদেরকে দেখে আনন্দিত হচ্ছিলাম যে, এসব লোক সফর ইত্যাদির কষ্ট সহ্য করে নিজের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য হজ্ব করতে যাচ্ছে। আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলাম: হে আমার প্রিয় আল্লাহ পাক! এটি তোমার বান্দাদের একটি দল, এদেরকে তুমি অকৃতকার্য করে পাঠিও না। এরপর আমার দৃষ্টি এক যুবকের প্রতি পড়লো যার হলুদ বর্ণ এমনভাবে চমকাচ্ছিলো যে, তার চেহারা থেকে দৃষ্টিই সরাতে পারছিলাম না। সে উলের পোশাক পরিহিত ও মাথায় পাগড়ী শরীফ সজ্জিত অবস্থায় ছিলো। লোকজন থেকে আলাদা বসা ছিলো। আমার অন্তরে কুমন্ত্রণা আসলো, সে হয়তো নিজে নিজেকে সূফি প্রকাশ করতে চাচ্ছে যাতে লোক তাকে সম্মান করে, আমি মনে মনে বললাম: আল্লাহ পাকের শপথ! আমি অবশ্যই তাকে দেখে নিবো আমি তার কাছে যেতেই সে আমার দিকে দেখলো আর আমার নাম ধরে পারা ২৬ সূরা হুজরাতের ১২ নয় আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত: ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা অধিক ধারণা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে যায়।

এতোটুকু বলার পর তিনি আমাকে ঐখানে রেখে বিদায় নিলেন, আমি মনে মনে বললাম, এটি তো খুবই আশ্চর্যকর বিষয় যে, এই যুবক আমার অন্তরের খবর জেনে নিলো আর আমার নাম ধরে ডাকলো অথচ এরপূর্বে কখনো এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়নি। এ নিশ্চয় আল্লাহ পাকের মাকবুল বান্দাদের কেউ হবেন আমি শুধু শুধু তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করলাম, আমি অবশ্যই এই যুবকের সাথে সাক্ষাত করে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবো। আমি ঐ যুবকের পিছু নিলাম কিন্তু অনেক চেষ্টা করার পরও তাকে খুঁজে পেলাম না। অতঃপর কাফেলা “ওয়াকেসা” তে গিয়ে থামলো, ঐখানে আমি ঐ যুবককে নামায অবস্থায় দেখলাম। তার পুরো শরীর কম্পন করছিলো আর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। আমি তাকে চিনে তার কাছে বসে গেলাম যাতে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারি, নামায শেষ করার পর সে আমার দিকে মনোযোগী হয়ে বলতে লাগল: হে শকীক! পারা ১৬, সূরা ত্বহা আয়াত নাম্বার ৮২

وَاِنِّیۡ لَغَفَّارٌ لِّمَنۡ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ
عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهۡتَدٰی

(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত: ৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিঃসন্দেহে আমি খুবই ক্ষমাকারী হই তাকে, যে তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে অতঃপর সৎপথের উপর (অবিচল) রয়েছে।

এতোটুকু বলার পর ঐ যুবক ঐখান থেকে পূনরায় বিদায় নিলো। আমি বললাম: এই যুবক অবশ্যই আবদালদের অন্তর্ভূক্ত। দুইবার সে আমার অন্তরের খবর জেনে ফেলল আর আমাকে আমার নাম ধরে ডাকলো। আমি তার প্রতি খুবই প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলাম। অতঃপর যখন আমাদের

কাফেলা মকামে “রাবাল” এ থামলো তখন ঐখানেই ঐ যুবককে আমি একটি কূপের পাশে দেখলাম। তার হাতে চামড়ার একটি থলে ছিলো আর সে কূপ থেকে পানি উঠাতে চাচ্ছিলো। হঠাৎ তার হাত থেকে সেই থলেটি ছুটে গিয়ে কূপে পড়ে গেলো, ঐযুবক আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলো: হে আমার প্রিয় প্রতিপালক! যখন আমার পিপাসা লাগে তুমিই আমার পিপাসা নিবারণ করো, যখন আমার ক্ষুধা লাগে তুমিই আমাকে আহার দান করো, আমার আশা ভরসা শুধুই তুমি, হে আমার প্রিয় আল্লাহ পাক! আমার কাছে এই থলেটি ছাড়া আর কিছুই নেই, আমাকে আমার থলেটি পূনরায় ফিরিয়ে দাও।

হযরত শকীক বলখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আল্লাহ পাকের শপথ! এখনো সেই যুবকের দোয়া শেষ হয়নি কূপের পানি উপরে আসতে শুরু করলো। ঐ যুবক তার হাত বাড়িয়ে থলেটি বের করলো আর সেটাতে পানি ভরে নিলো এরপর কূপের পানি পূনরায় নিচে চলে গেলো। যুবকটি অযু করলো ও নামায পড়তে লাগলো। নামায শেষ করে সে একটি বালির উপত্যকার দিকে গেলো। আমিও চুপে চুপে তার পিছন পিছন গেলাম। সে বালি নিলো আর থলেটি বালি দ্বারা পূর্ণ করতে লাগলো অতঃপর থলে থেকে বালি মিশ্রিত পানি ঢেলে পান করতে লাগলো। আমি তার কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। সে সালামের উত্তর দিলো। আমি আরয করলাম: হে নেককার যুবক! আল্লাহ পাক যেই রিযিক তোমাকে দান করেছে তা থেকে আমাকেও কিছু দান করো। এটা শুনে সে উত্তর দিলো: আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার উপর সব সময় দয়া ও অনুগ্রহ করতে থাকেন, কোন এমন মুহূর্ত অতিবাহিত হয় না যেটাতে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উপর নেয়ামত অবতীর্ণ করেন না, হে শকীক! নিজের প্রতিপালকের প্রতি সব সময়

ভালো ধারণা রাখা উচিত। এতোটুকু বলার পর ঐ যুবক চামড়ার সেই থলেটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন যখনই আমি সেখান থেকে পান করলাম তখন সেগুলো ছাতু ও চিনি মিশ্রিত সর্বোত্তম পানি ছিলো। এরকম মিষ্টি স্বাদের পানি আমি আজ পর্যন্ত কখনো পান করিনি, আমি খুব পেট ভর্তি করে পানি পান করলাম। আমি অবাক হলাম কেননা এখনই আমার সামনে এই থলের মধ্যে বালি ভর্তি করলো কিন্তু এই যুবকের কারামতে ঐ বালি ছাতু ও চিনিতে পরিবর্তন হয়ে গেলো, ঐ বরকত সম্পন্ন শরবত পান করার পর কিছুদিন পর্যন্ত আমার পানাহারের প্রয়োজন হয়নি।

অতঃপর আমাদের কাফেলা পবিত্র মক্কায় পৌঁছলো তখন আমি ঐখানে এই যুবককে এক কোণায় অর্ধরাত নামাযরত অবস্থায় দেখলাম। সে খুবই একাগ্রতা ও বিনয় সহকারে নামায পড়ছিলো এবং তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। সে এভাবে নামাযরত অবস্থায় সারা রাত অতিবাহিত করে ফেললো, যখন ফজরের সময় হলো তখনো সে জায়নামাযে বসা ছিলো আর আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করতে রইলো, অতঃপর ফজরের (নামায) পড়ার পর সে তাওয়াফ করলো এবং একদিকে হাঁটা শুরু করলো আমিও তার পিছু নিলাম। এবার আমার চোখে একটি আশ্চর্যজনক দৃশ্য ফুটে উঠলো কেননা তার সামনে অনেক লোক হাত বেঁধে দাঁড়ানো ছিলো এবং দলে দলে সালামের জন্য উপস্থিত হচ্ছিলো।

আমি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: এই মহান যুবকটি কে? সে উত্তর দিলো: তিনি হলেন হযরত ইমাম মূসা কাযেম বিন ইমাম জা’ফর সাদিক বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হোসাইন বিন আলী عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان। আমি মনে মনে বললাম: এতোটুকু কারামত প্রকাশ পাওয়া ঐসব সায়্যিদজাদার

শানের উপযুক্ত, এরা ঐসব ব্যক্তিত্ব যাদেরকে আল্লাহ পাক এরকম কারামত দ্বারা ধন্য করেছেন। (উয়ূনুল হিকায়াত, ১/২৩৮)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তেরী নসলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা
তু হে আইনে নূর তেরা সব ঘারানা নূর কা

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৌভাগ্যময় জন্ম ও পরিচিতি

আহলে বাইতের নবুয়তের বাগানের সুবাসিত ফুল হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ৭ সফরুল মুযাফফর ১২৮ হিজরি রোজ মঙ্গলবার সূর্যোদয় হওয়ার সময় পবিত্র মক্কা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী অবস্থিত এলাকা আবওয়া শরীফ (যেখানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ’র সম্মানিত আম্মাজান হযরত বিবি আমেনা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ’র মাযার শরীফ) এ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মোবারক নাম মূসা, উপনাম আবুল হাসান, আবু ইব্রাহীম এবং উপাধি সাবির, সালেহ, আমিন তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উপাধি হলো “কাযেম”। অনেক বেশি ক্ষমাশীল হওয়ার কারণে তাঁর উপাধি কাযেম (অর্থাৎ রাগ সংবরণকারী) হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন।

(ওয়াফিয়াতুল আ’য়ান, ৪/৫০৫। মাসালিকুস সালেকিন, ১/২২৪)

ইমামে আহলে সুন্নাত, আশিকে মাহে রিসালাত, আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আরয করেন:

শানে হিলমান কানে ইলমান জানে সালমান আস সালাম
মূসা কাযেম জাহা নাযিম মেরা ইমদাদ কুন

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

শব্দার্থ: হিলম: ধৈর্য। কান: ভান্ডার।

কালামের ব্যাখ্যা: হে আমার প্রিয় ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক, আপনি হিলম ও ধৈর্যের শান, মাখযনে ইলম (অর্থাৎ ইলমের ভান্ডার) ও নিরাপত্তার প্রাণ। হে ইমাম মূসা কাযেম! আপনি বিশ্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী, আমাকে সাহায্য করুন।

আরবী শাজারা

মহান আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি দীর্ঘ আরবী শাজারা শরীফ, শব্দগুচ্ছ আকারে দরূদ শরীফ লিখেছেন, সেটাতে হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র আলোচনা এভাবে করেছেন:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِ الْاِمَامِ
مُوْسٰى بْنِ جَعْفَرِنِ الْكَاظِمِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! তুমি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর ও সর্দার মাওলা মূসা কাযেম বিন জা'ফর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا 'র উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো এবং তাঁদের উপর বরকত অবতীর্ণ করো।

(তারিখে ও শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া বরকতীয়া রযবিয়া, ১০৮ পৃষ্ঠা)

সম্মানীত পিতামাতা

ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আহলে বাইতে আতহারের উজ্জ্বল প্রদীপ ও মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সাহেবজাদা এবং সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবিয়া আত্তারীয়ার সপ্তম পীর ও মূর্শিদ। তাঁর সম্মানীতা আম্মার নাম ছিলো হামিদা বারবেরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا

হযরত ইমাম জা’ফর সাদিক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ তাঁর সম্পর্কে বলতেন: আমার সকল সন্তানের মাঝে মূসা কাযেম হলো উত্তম সন্তান ও আল্লাহ পাকের মুক্তা সমূহের মধ্য হতে একটি মুক্তা। (মাসালিকুস সালেকিন, ১/২২৫)

শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবিয়া আত্তারীয়াতে আলোচনা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه তাঁর মুরিদ ও তালিবদেরকে প্রতিদিন পাঠ করার জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام যেই শাজারা শরীফ উপহার দিয়েছেন, সেটাতে ইমাম মূসা কাযেম, তাঁর শাহজাদা হযরত ইমাম আলী রযা এবং তাঁর সম্মানীত পিতা হযরত ইমাম জা’ফর সাদিক عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ’র ওসিলা দিয়ে দোয়া করা হয়েছে:

সিদকে সাদিক কা তাসাদ্দুক সাদিকুল ইসলাম কর
বে গযব রাযি হো কাযেম অর রযা কে ওয়াসেতে

শব্দের অর্থ: সিদক: সত্য। সাদিক: সত্যবাদী। তাসাদ্দুক: সদকা। সাদিকুল ইসলাম: সত্য মুসলমান।

শাজারা শরীফের ব্যাখ্যা: হে আল্লাহ পাক! তোমাকে হযরত ইমাম জা’ফর সাদিক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ ’র সত্যবাদীতার ওয়াসেতা! আমাকে ঈমানের নিরাপত্তা দান করো এবং হযরত ইমাম মূসা কাযেম ও তাঁর শাহজাদা হযরত ইমাম আলী রযা رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِمَا ’র সদকায় শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যেমন উপাধি তেমন চরিত্র

মহান শাহজাদা, হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ’র মোবারক রাত সমূহ ইবাদতে ও দিন রোযা অবস্থায় অতিবাহিত হতো, অনেক বেশি ইবাদত করার কারণে তাঁকে “আবদে সালেহ” অর্থাৎ নেক বান্দার উপাধি দ্বারা স্মরণ করা হতো। ধৈর্য ও সহ্য করার এমন অবস্থা ছিলো যে তাঁর উপাধি “কাযেম” (অর্থাৎ রাগ সংবরণকারী) নামে তাঁর পরিচিতি হয়ে গেলো। বিনয় ও নম্রতার অবস্থা এমন ছিলো যে, তাঁর সামনে কেউ আসতো তখন সে তাঁকে সালাম দেয়ার পূর্বেই তিনি স্বয়ং আগে সালাম দিয়ে দিতেন। যদি জানতে পারতেন যে, তাঁকে কেউ কষ্ট দিতে তাঁর পিছনে লেগে আছে তখন তিনি তার প্রয়োজনও পূরণ করতেন।

(তারিখে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবিয়া, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে ইমাম মূসা কাযেম! আমাদের ইমামের সাদাসিধে জীবন যাপন ও বিনয়ের প্রতি লাখো সালাম, হায়! যদি আমরাও ইমাম কাযেমের সদকায় নিজের রাগ দমনকারী হয়ে যেতাম, তাছাড়া রাগ সংবরণ অনেক সমস্যার সমাধান ও ঝগড়া শেষ করার কারণ হয়ে যায়। ঘর ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিবাদে জড়িয়ে দুঃখ কষ্ট সহ্য করার চেয়ে রাগ দমন করার মর্যাদা অনেক উত্তম, রাগের দুই লোকমা হজম করা সারা জীবন রাগ ও অভিমানে জ্বলতে থাকার চেয়ে উত্তম। রাগ দমন করা কতো বড় সাওয়াব, আসুন! আপনাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ’র কয়েকটি বাণী উপস্থাপন করছি।

রাগ সংবরণ করার ব্যাপারে তিনটি হাদীস

(১) আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি মেরাজের রাতে জান্নাতে উঁচু মহল দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাইল! এগুলো কার জন্য? বললো: তাদের জন্য যারা রাগ সংবরণ করে ও লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়।

(মুসনাদুল ফেরদৌস, ১/৪০৫, হাদীস: ৩০১১)

(২) বান্দার রাগ সংবরণ করার চেয়ে বড় কোন চুমুক আমার নিকট পছন্দনীয় নয় এবং যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য রাগ সংবরণ করে নেয় আল্লাহ পাক তার অন্তরকে ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ১/৭০০, হাদীস: ৩০১৭)

(৩) মানুষের জন্য কোন চুমুক পান করা ঐ রাগ পান (দমল) করার চেয়ে উত্তম নয় যা সে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পান করে থাকে। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪৬৩, হাদীস: ৪১৮৯)

শুন লো! নুকসান হি হুতা হে বিল আখির উন কো
নফস কে ওয়াস্তে গুসসা জু কিয়া করতে হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه ’র জীবনীর উপর আমল করে আমাদেরও উচিত ঘর, অফিসে আসা যাওয়া, রাস্তায় চলাফেরা করতে নিজ মুসলমান ভাইদেরকে প্রথমে সালাম দেয়া, আগে সালাম দেয়া হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه ’র প্রিয় নানাজান, নবীয়ে রহমত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ’র সুন্নাতে মোবারকা। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه তাঁর কিতাব ৫৫০টি সুন্নাত ও আদব এর

৩১ পৃষ্ঠায় লিখেন: প্রথমে সালাম প্রদানকারী আল্লাহ পাকের প্রিয় (অর্থাৎ নৈকট্যশীল বান্দা)। (আবু দাউদ, ৪/৪৪৯, হাদীস: ৫১৯৭)

প্রথমে সালাম প্রদানকারী অহংকার থেকেও মুক্ত, যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রথমে সালাম প্রদানকারী অহংকার থেকে মুক্ত। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৩৩, হাদীস: ৮৭৮৬) কিমিয়ায়ে সাআদাতে রয়েছে: সালাম (আগে) প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত ও উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত নাযিল হয়ে থাকে।

(৫৫০টি সুন্নাত ও আদব, ৩১ পৃষ্ঠা। কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১/৩৯৪)

মুতি আপনা মুঝ কো বানা ইয়া ইলাহী
সদা সুন্নাতো পর চলা ইয়া ইলাহী

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দানশীলতা ও দয়ার বন্যা

আমার মূর্শিদ, হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দানশীলতার অবস্থা এমন ছিলো যে, মদীনায়ে পাকে গরীবদের তালাশ করে প্রত্যেককে রাতের বেলা তাদের প্রয়োজনমতো মুদ্রা এভাবে পৌঁছিয়ে দিতেন যে, তারা জানতো না, এই মুদ্রা গুলো কে দিয়ে গিয়েছে।

(তারিখে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! سُبۡحٰنَ اللّٰہ! سُبۡحٰنَ اللّٰہ! আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের কি মর্যাদা, নেকী করে সেটাকে গোপন রাখা মুখলিসদেরই কাজ কেননা আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা সৃষ্টিকুলের কাছ থেকে প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষা তো দূরের কথা কল্পনাও করতেন না, যেখানে গরীবদের এভাবে সাহায্য করতেন যে, তারাও তাদের উপর অনুগ্রহ কারীদের ব্যাপারে জানতে পারতো না। আল্লাহ পাক তাঁর মুখলিস

(একনিষ্ঠ) বান্দাদের সদকায় আমাদেরও একনিষ্ঠতার দৌলত দ্বারা ধন্য করুক। আফসোস! শতকোটি আফসোস! আমাদেরকে নিজেদের প্রসিদ্ধি ও বাহ বাহ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কখনো ছাড়ছে না, মসজিদে পাঁচশত, হাজারো টাকা প্রদানকারীরও আকাঙ্ক্ষা হয় যে, আমার নাম নিয়ে যেন দোয়া করে। মসজিদ, মাদরাসার নির্মাণ কাজ করিয়ে দিলো বা কোন জিনিসপত্র কিনে দিলো তো আশা করে যে, নামাযীদের কাছে যেন আমার নামটা প্রচার হয়। নিশ্চয় কখনো এসব বিষয়ের কারণে কারো উপর রিয়াকারী বা নিজের সুখ্যাতি কামনার হুকুম যুক্ত করতে পারবে না কিন্তু এরকম যারা করে তাদের নিজেদের নিয়্যতের ব্যাপারে গভীর চিন্তা করা উচিত যে, মসজিদ, মাদরাসায় গিজার নিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে লোকজনের সামনে নাম নিয়ে দোয়া করানোর আকাঙ্ক্ষা কেন অন্তরে ঘুরতে থাকে অথবা মসজিদে প্রচন্ড গরমের দিনে "এসি" লাগিয়ে দেয়ার ফলে অন্তরে কেন ঘুরপাক খাচ্ছে যে, সকলের সামনে আমার নাম ঘোষণা করা হোক যে, আমি নিয়ে দিয়েছি। এরকমই মসজিদ ও মাদরাসায় দান করা জিনিসের উপর "ইছালে সাওয়াবে" নিজের নাম লিখানোর সময় শতবার অন্তরে খেয়াল করুন। আল্লাহ না করুক নিয়্যতের মধ্যে ফ্যাসাদ (অর্থাৎ অনিষ্ঠতা) হয় তো দ্রুত তাওবা করে নিজের আমলের মধ্যে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। হাদীসে পাকে রয়েছে: "নিশ্চয় জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে যেটা থেকে স্বয়ং জাহান্নাম প্রতিদিন চারশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে, আল্লাহ পাক এই উপত্যকাটি উম্মতে মুহাম্মদীর ঐসব রিয়াকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সদকা প্রদানকারী হবে।"

(মু'জাম কবীর, ১২/১৩৬, হাদীস: ১২৮০৩)

বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কিতাব ইহ্ইয়াউল উলুম ৫ম খন্ড ২৫৫ পৃষ্ঠাতে ইখলাসের অধ্যায়টি অধ্যয়ন করুন। হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

নফস বদকার নে দিল পর ইয়ে কিয়ামত তুড়ি
আমল নেক কিয়া ভী তু ছুপানে না দিয়া।

(সামানে বখশিশ, ৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গরীবদের সাহায্য (ঘটনা)

ঈসা বিন মুহাম্মদ মুগীছ করশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যখন তাঁর বয়স ৯০ বছরে উপনীত হয়েছিলো। তিনি বলেন আমি জুওয়ানিয়া বস্তিতে উম্মে ইযাম নামক কূপের পাশে তরমুজ, শসা ও কুমড়ার চাষ করেছি, যখন ক্ষেত প্রস্তুত হয়ে গেলো আর কাটার সময় নিকটবর্তী হলো তখন পঙ্গপাল আক্রমণ করে পুরো ফসল ধ্বংস করে দিলো, আমি ক্ষেত ও দুই উটের মূল্য সমপরিমাণ খরচের জন্য প্রায় ১২০ দীনার ঋণগ্রস্ত হয়ে ছিলাম। আমি এই দুঃখ নিয়ে বসা ছিলাম তখন হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাশরিফ আনলেন আর সালাম করার পর জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কি অবস্থা? আমি বললাম: আমি নষ্ট হয়ে যাওয়া ফলের ন্যায় রয়ে গেলাম, পঙ্গপাল আক্রমণ করে পুরো ক্ষেত শূন্য করে দিয়েছে। হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তোমার ঋণ কতো? আরজ করলাম: দুইটি উটের মূল্য সহ ১২০ দীনার কর্জ হয়েছে। ইমাম মূসা কাযেম (তাঁর সঙ্গীকে) বললেন: হে ওরফা! আবু মুগীছকে ১৫০ দীনার

দাও, (আর বললেন:) আমি তোমাকে (ফসল ছাড়াও) ৩০ দীনার ও অতিরিক্ত দুটি উট লাভ দিচ্ছি। আমি বললাম: হে পবিত্র সত্তা ! (বরকত সম্পন্ন) ভিতরে তাশরিফ আনুন! আর এতে আমার জন্য (কল্যাণ ও বরকত) ’র দোয়া করে দিন, হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ভিতরে তাশরিফ নিয়ে দোয়া করলেন, এরপর আমাকে হাদীসে পাক শুনালেন: রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া জিনিসের যত্ন নাও।”

অতঃপর আমি উটগুলোকে ক্ষেতে লাগিয়ে দিলাম ও ক্ষেতে সেচ দিলাম। আল্লাহ পাক ঐ ক্ষেতে এমন বরকত দান করলেন: ফসল অনেক ভালো হলো আর আমি তা থেকে কিছু ফসল বিক্রি করে ১০ হাজার দিনার উপার্জন করলাম। (তারিখে বাগদাদ, ১৩/৩০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের গাড়ি সমস্যার চাকার উপরই চলে থাকে, বুদ্ধিমান হলো সেই, যে জীবনের কঠিন সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করার চেষ্টায় থাকে, জীবনের সমস্যাগুলোকে অভিশাপ দিলে কিছুই হবে না বরং আল্লাহ পাকের দরবারে মাথা নত করুন তো ব্যাকুল মন নিয়ে দোয়া করার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান হতে পারে। জাতীয় ও সামাজিক বিষয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তর্ক বিতর্ক (Debate) করার পরিবর্তে সামনে অগ্রসর হয়ে গরীব মুসলমানের হাত ধরুন আর তাদেরকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিকভাবে সহায়তা করুন। অপরের সমস্যা সমাধান করুন আপনার সমস্যাও সমাধান হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক! আমাদেরকে ইমাম মূসা কাযেম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ’র জীবনীর উপর চলার সামর্থ্য দান করুক।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার দরজা

আমার প্রিয়, হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুস্তাজাবুদ দা’ওয়াত তো ছিলেন (অর্থাৎ তাঁর দোয়া কবুল হতো বরং) যেই লোক তাঁর ওসিলা দিয়ে দোয়া করতো অথবা ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ’র মাধ্যমে দোয়া করাতেন তাদের চাহিদাও পূরণ হতো এবং তাদের শূন্য ঝুলিগুলোও অন্তরের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়ে যেতো, এই কারণে ইরাকবাসীরা তাকে বাবুল হাওয়ায়িজ (অর্থাৎ উদ্দেশ্য পূরণের দরজা) বলতো।

(তাযকিরায়ে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ১৫৫। সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, ৬৭৪ পৃষ্ঠা)

দোয়া কবুল হওয়ার পরীক্ষিত স্থান

কোটি কোটি শাফেয়ীদের ইমাম, হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ’র মাযার শরীফে উপস্থিত হয়ে দোয়া করাটা কবুল হওয়ার ব্যাপারে مُجَرَّب (অর্থাৎ পরিক্ষিত) হয়েছে। (লামআতুল মুনতাকিহ, ৪/২১৫ পৃষ্ঠা)

হাম্বলী ফিকহের অনেক বড় ইমাম হযরত ইমাম খল্লাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হতাম, আমি হযরত ইমাম মূসা কাযেম বিন জা’ফর সাদিক (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا) ’র নুরানী মাযার শরীফে হাযির হয়ে তাঁর ওসিলায় দোয়া করতাম। আল্লাহ পাক আমার বিপদ দূর করে আমার উদ্দেশ্য পূরণ করে দিতেন। (তারিখে বাগদাদ, ১/১৩৩)

আ’লা হযরতের পিতা হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ’র কিতাব “اَحْسَنُ الْوِعَا لِاٰدَابِ الدُّعَا” এটির বাংলা নাম “ফাযায়েলে দোয়া”, তিনি এই কিতাবের امکنۂ اجابت অধ্যায় “অর্থাৎ সেই মোবারক স্থান

যেখানে দোয়া কবুল হয়ে থাকে” এতে ৩৬ নং স্থানে হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ ’র মাযার মোবারক লিখেছেন। (ফাযায়েলে দোয়া, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

ভিখারী বন কে আস দরপর জু মাঙ্গোগে ওহ পাওগে
কে আরবাব নযর বাব ইজাবাত উস কো কেহতে হে

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সাহাবা ও আহলে বাইতের ফযীলত

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! উভয় জগতে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাহাবা ও আহলে বাইতগণের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি থাকা আবশ্যক, مَعَاذَ اللّٰہ এদের মধ্য হতে কারো ব্যাপারেও যদি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে তাহলে ঈমান বরবাদ হওয়ার কারণ হতে পারে, এই দুই শ্রেণির ব্যক্তিদের ভালোবাসাই জান্নাতে নিয়ে যাবে। হাদীসে মোবারকার মধ্যে রয়েছে যেমন “اَصۡحَابِیۡ کَالنُّجُوۡم، فَبِاَیِّہِمُ اِقۡتَدَیۡتُمُ اِہۡتَدَیۡتُمُ” অর্থাৎ আমার সাহাবীগণ হলো নক্ষত্র সমতুল্য, এদের মধ্য হতে যে কাউকে অনুসরণ করবে তবে হেদায়তপ্রাপ্ত হবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৪১৪, হাদীস: ৬০১৮) বলা হয়েছে, এই হাদীসে পাকের মধ্যেই এটাও রয়েছে: مَثَلُ اَھۡلِ بَیۡتِیۡ فِیۡکُمۡ مَثَلُ سَفِیۡنَۃِ نُوۡحٍ مِنۡ قَوۡمِہٖ مَنۡ رَکِبَھَا نَجَا وَمَنۡ تَخَلَّفَ عَنۡھَا غَرَقَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে আমার আহলে বাইতের উদাহরণ হলো নূহের কিশতির মতো, যারা এটাতে আরোহন করবে, তারা মুক্তি পেয়ে গেলো আর যারা পিছনে রইলো তারা ধ্বংস হয়ে গেলো।” (মুসতাদরাক, ৪/১৩২, হাদীস: ৪৭৭৪)

সাহাবা হে সব মিছিল আনজাম দরখশাঁ, শাফীনাহ হে উম্মত কা ইতরত নবী কী

(কাবালায়ে বখশিশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদা

হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه ’র এক ভাইয়ের নাম ছিলো মুহাম্মদ বিন জা’ফর رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه, তিনিও অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, সাহসী, বুদ্ধিমান ও উম্মতের কল্যাণকামী ছিলো। তিনি সওমে দাউদী অর্থাৎ একদিন রোযা রাখতেন অন্যদিন ইফতার করতেন। তিনি শা’বান মাসে জুরজান নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। (সিয়রে আলামুন নুবালা, ৮/৪২৬)

ইবাদত বন্দেগী

বর্ণিত রয়েছে: হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه সব সময় সারা রাত নফল নামায পড়তেন এই পর্যন্ত যে, ফজরের সময় হয়ে যেতো। তিনি এই দোয়াটি খুব বেশি বেশি করতেন: اَللّٰهُمَّ اِنِّيۡ اَسۡاَلُكَ الرَّاحَةَ عِنۡدَ الۡمَوۡتِ وَالۡعَفۡوَ عِنۡدَ الۡحِسَابۡ অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমি তোমার কাছে মৃত্যুর সময় সহজতা ও হিসাবের সময় ক্ষমা প্রার্থনা করছি। একবার তিনি মসজিদে নববী শরীফে তাশরিফ নিলেন আর রাতের শুরুতে সিজদা করলেন তো শুনা গেলো যে তিনি সিজদা অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করছিলেন: “عَظُمَ الذَّنۡبُ عِنۡدِي، فَلۡيَحۡسُنِ العَفۡوُ مِنۡ عِنۡدِكَ” আমার গুনাহের মাত্রা অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে সুতরাং হে আল্লাহ পাক! তোমার পক্ষ থেকেও ততো বেশি ক্ষমা হওয়া চাই। তিনি এটি বলতে রইলেন এক পর্যায়ে সকাল হয়ে গেলো। (তারিখে বাগদাদ, ১৩/২৯, সিয়রে আলামুন নুবালা, ৬/৪৪৮)

ফযল কর রহম কর তু আতা কর আউর মুআফ এ খোদা হার খতা কর
ওয়াস্তা পাঞ্জেতন পাক কা হে ইয়া খোদা তুঝ ছে মেরি দোয়া হে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বন্দী থাকা অবস্থায়ও ইবাদত

হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে যখন مَعَاذَ الله বন্দী রাখা হলো তখন তাঁর দিন ও রাতের দৈনন্দিন কার্যাদি অবলোকনকারীনি দাসীর বর্ণনা হলো তিনি ইশারের নামাযের পর আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা (অর্থাৎ প্রশংসা) করতে মশগুল থাকতেন অতঃপর দোয়া করতেন, রাতের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পূনরায় দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সকাল পর্যন্ত নামায পড়তে থাকতেন, ফজরের নামাযের পর আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকতেন এই পর্যন্ত যে সূর্য উদিত হয়ে যেতো অতঃপর দাহওয়ায়ে কুবরা পর্যন্ত মুরাকাবা করতেন অতঃপর মিসওয়াক করে খাবার খেতেন, এরপর কিছুক্ষণ আরাম করে অযু করতেন এবং নফল নামায পড়তে থাকতেন এই পর্যন্ত যে আসরের নামায পড়ে নিতেন অতঃপর কিবলার দিকে মুখ করে আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকতেন এই পর্যন্ত যে মাগরিবের নামায আদায় করতেন। আর মাগরিব ও ইশারের মধ্যবর্তী সময়েও নফল নামায আদায় করতেন। দাসী বলে: ঐলোক বড় দূর্ভাগা যে, এরকম নেককার ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়।

(তারিখে বাগদাদ, ১৩/৩৩)

আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করার অনন্য দৃষ্টান্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যান্য বিশেষত্বের পাশাপাশি হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, অন্যায় ভাবে বন্দী রাখার কারণে যদিওবা মুক্তি পাওয়ার জন্য কাউকে মান্য করা ভরসার পরিপন্থি ছিলো

না তারপরও তিনি নিজের পবিত্র স্বভাব অনুযায়ী আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো সাথে আলোচনা করা পছন্দ করতেন না।

সুতরাং তিনি তৎকালীন খলিফার নিকট এমন একটি চিঠি লিখলেন যা তাঁর সাহসিকতার প্রমাণ দেয়: তিনি লিখলেন: হে খলিফা! যেমনিভাবে আমার মুসিবতের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে তেমনিভাবে তোমার আরাম আয়েশের দিনও ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাচ্ছে এই পর্যন্ত যে, আমরা দুইজন এমন একটি দিন (অর্থাৎ কিয়ামতে) মিলিত হবো যখন মন্দ কাজ সম্পাদনকারীরা ক্ষতির মধ্যে থাকবে। (সিয়রে আলামুন নুবালা, ৬/৪৫০)

স্বপ্নে দীদারে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ’ বন্দী থাকাকালীন সময়ে এক রাতে স্বপ্নে তাঁর সাথে আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ’র দীদার হলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে মূসা! তুমি অন্যায়ভাবে বন্দী রয়েছে, আমি কিছু কলেমা শিখিয়ে দিচ্ছি, যদি তুমি সেগুলো পাঠ করো তবে আজ রাতেই তুমি বন্দী থেকে মুক্তি পাবে, সেই কলেমাগুলো হলো:

يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ، وَيَا سَابِقَ الْفَوْتِ، وَيَا كَاسِيَ الْعِظَامِ لَحْمًا وَمُنْشِرَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ. اَسْاَلُكَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى
وَبِاِسْمِكَ الْاَعْظَمِ الْاَكْبَرِ الْمَخْزُوْنِ الْمَكْنُوْنِ الَّذِىْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ اَحَدٌ مِّنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ. يَا حَلِيْمًا ذَا اَنَاةٍ
لَا يَقْوٰى عَلٰى اَنَاتِهٖ. يَا ذَا الْمَعْرُوْفِ الَّذِىْ لَا يَنْقَطِعُ اَبَدًا اَوْ لَا يُحْصٰى عَدَدًا. فَرِّجْ عَنِّىْ

অনুবাদ: হে প্রতিটি আওয়াজ শ্রবণকারী! হে প্রতিটি অপরিপূর্ণতা ও বঞ্চিত থেকে পবিত্র! হে হাঁড়সমূহ থেকে মাংস পৃথককারী ও মৃত্যুর পর ঐসব (হাঁড়সমূহ) কে একত্রিত কারী! আমি তোমার নিকট তোমার সকল

উত্তম নাম ও তোমার ঐ মহান ইসমে আযমের ওসিলায় দোয়া করছি, যেটা লুকায়িত ভান্ডার যেটা তোমার সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত (তোমার দয়া ব্যতীত) কারো কিছু জানা নেই, হে সহিষ্ণু! ধৈর্য দানকারী এরকম ধৈর্যের অন্য কারো ক্ষমতা নেই, হে অন্তহীন অসংখ্য কল্যাণ কামনাকারী! আমার বিপদ দূর করে দাও।” (ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান, ৪/৫০৪)

সম্মানীত পিতার স্বর্ণাক্ষরে লিখা উপদেশ

হযরত হায়ছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র একজন শাগরিদ আমাকে বলেছেন: একবার আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম তখন তাঁর আদরের পুত্র হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর খেদমতে উপস্থিত ছিলো আর তিনি তাঁকে উপদেশ দিচ্ছিলেন: হে আমার পুত্র! আমার উপদেশ গ্রহণ করো আর আমার কথাগুলো মনে রাখবে যদি এগুলো স্মরণ রাখো তাহলে জীবন সুন্দর ভাবে অতিবাহিত করতে পারবে এবং মৃত্যুও ঈর্ষনীয় হবে।

হে আমার বৎস! ধনী হলো সেই, যে আল্লাহ পাকের বন্টনের উপর সন্তুষ্ট থাকে আর যে অন্যের সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেয় সে দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ পাকের বন্টনের উপর অসন্তুষ্টি প্রদর্শনকারী মূলত আল্লাহ পাককে তার ফয়সালার উপর অভিযুক্ত সাব্যস্ত করে। নিজের ভুলকে যে ছোট মনে করে সে অন্যের ভুলকে বড় আর অন্যের ভুলকে যে ছোট মনে করে নিজের ভুলকে সে বড় মনে করে।

হে আমার বৎস! যে অন্যের দোষ ত্রুটি থেকে পর্দা সরিয়ে দেয় সেই নিজের দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে থাকে, কারো জন্য গর্ত খননকারী

স্বয়ং নিজেই সেই গর্তে পতিত হয়ে থাকে। নির্বোধের সংস্পর্শে উপবিষ্টকারী ঘৃণ্য ও অপমানিত হয়ে থাকে অথচ ওলামায়ে কেরামগণের সংস্পর্শ অবলম্বনকারী সম্মান পেয়ে থাকে আর মন্দ স্থানে গমনকারী মুতহিম (অর্থাৎ মন্দকাজ সম্পাদনকারী অপবাদে পতিত) হয়ে থাকে। হে আমার বৎস! মানুষের উপর দোষ ত্রুটি আরোপ করা থেকে বেঁচে থেকো আর না হয় লোকেরা তোমার উপর দোষ ত্রুটি আরোপ করবে আর অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকো আর না হয় সেটার কারণে অপমান ও অপদস্ত হতে হবে। হে আমার বৎস! সত্য কথা বলবে, যদিও তা তোমার পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক কেননা তোমাকে তোমার বন্ধুদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। হে আমার বৎস! কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করতে থাকো, সালামের ব্যাপক প্রচলন করো, নেকীর আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে, যারা তোমার সাথে কথা বলে না তুমি তাদের সাথে আগে কথা বলবে, যারা তোমার কাছ থেকে চাইবে তাদেরকে দান করবে, চোগলখোরী থেকে বেঁচে থাকবে কেননা এটি অন্তরের মধ্যে হিংসা জন্ম দেয়। মানুষের দোষ ত্রুটির পিছনে পড়ো না এই কাজটি নিজেকে (নিন্দা ও অপবাদ) ’র লক্ষ্য বানানোর বিকল্প হয়ে থাকে। হে আমার বৎস! যদি কল্যাণের সন্ধানী হও তাহলে সেই খনিজ পদার্থের ব্যাপারে অবশ্যই জানতে হবে, নিশ্চয় কল্যাণের খনিজ পদার্থ রয়েছে আর খনিজ পদার্থের কোন আসল (মূল) থাকে এবং মূলের কিছু শাখা থাকে আর শাখাগুলোর সাথে ফল থাকে আর ফল নিজের মূলের সাথেই ভালো হয়ে থাকে আর মূল তখন শক্তিশালী হয় যখন যমিন ভালো হয়।

হে আমার বৎস! যদি সাক্ষাত করার ইচ্ছা হয় তাহলে নেককার লোকদের সাথে সাক্ষাত করো, ফাসিক ও পাপী লোকদের সাথে মেলামেশা করিও না কেননা ফাসিক ও পাপী লোক পাথরের ঐ শিলার মতো যেটা থেকে পানি প্রবাহিত হয় না, এমন বৃক্ষের ন্যায় যেটা সবুজ সতেজ হয় না, তারা ঐ অনুর্বর জমির মতো যেটাতে কোন ঘাস জন্মায় না।

হযরত ইমাম আলী বিন মূসা কাযেম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই উপদেশগুলো দিলেন আর তিনি ইন্তিকাল করলেন এবং আমার সম্মানীত পিতা হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত এই উপদেশগুলো পালন করতে থাকেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২৮)

শাহাদাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এক বর্ণনা মোতাবেক তিনি ৫৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। (তাযকিরায়ে মাশায়িখে কাদেরীয়া বারকাতীয়া, ৮৪ পৃষ্ঠা) ২৫ই রজব ১৮৩ হিজরিতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মাযার শরীফ বাগদাদের কবরস্থান কাযেমিন শরীফ নামক জায়গায় অবস্থিত। (তাযকিরায়ে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, ১৬৩ পৃষ্ঠা। তারিখে বাগদাদ, ১৩/৩৩)

আল্লামা খতিব বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: তাঁর পবিত্র মাযার শরীফ প্রসিদ্ধ ও পরিচিত, যিয়ারতকারীগণ হাজিরি দেয়ার জন্য এসে থাকে, এখানে স্বর্ণ-রূপার প্রদীপ ও বিভিন্ন ধরনের কার্পেট ও সাজসজ্জার সামগ্রী পাওয়া যায়। (ওয়াফায়াতুল আ'য়ান, ৪/৫০৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ’র বাণী

হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ’র উত্তরসূরী ও খলিফা, হযরত ইমাম আলী রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর সম্মানীত পিতার পবিত্র বাণী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যখন দুনিয়া কোন মানুষের দিকে মনোযোগী হয় তখন তাকে ক্ষণস্থায়ী বৈশিষ্ট্য দান করে আর যখন কারো কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন তার কাছ নিজের বৈশিষ্ট্য গুলো নিয়ে নেয়।

(সিয়রে আলামিন নুবালা, ৮/২৪৯)

মানকাবাতে ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

ইশক হে জিন কা হাম পর লাযিম
মূসা কাযেম মূসা কাযেম
হাম হে জিন কে দর কে মুলাযিম
মূসা কাযেম মূসা কাযেম
জুদ ও সাখা হে শান তুমহারী
আফো ও করম হে কাম তুমহারা
হাম ভী রহে গে সায়িল দায়িম
মূসা কাযেম মূসা কাযেম
চৌধা বরস তক জেল মে ঠেহরে
জুলুম কো সেহতে কুছ না কেহতে
ইউঁ কেহতে হে তুম কো কাযেম
মূসা কাযেম মূসা কাযেম
আ’লে নবী ছে বুগযও আদাওয়াত
করনে ওয়ালো পর হো লা’নত
গরক্ব কা কুয়ি কাম রুকা হো
মুশকিল কেইসে সার পে খড়ি হো
আও উজাগর বন কে খাদেম
মূসা কাযেম মূসা কাযেম

(শায়েরঃ মাওলানা নেছার আলী উজাগর সাহেব)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

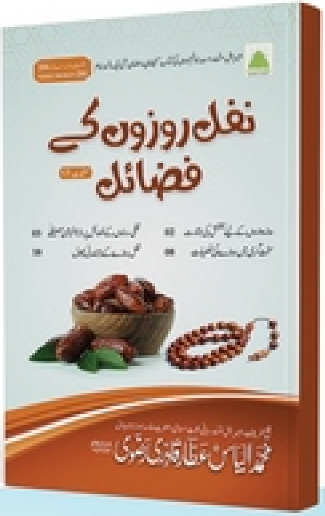

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net